আমাদেরসময়

তারিখ 14 JAN 2016
১ কলাম 2

শিক্ষার খরচ নিয়ন্ত্রণহীন

রুমানা রাখি ও গোলাম রাব্বানী ●

সরকারি ব্যবস্থাপনায় এখন পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তাই বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভরশীল দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ। প্রতি বছরই এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ফি কমবেশি বাড়ায় কর্তৃপক্ষ। তবে এবার সরকার ঘোষিত নতুন পে-স্কেলের ধুয়া তুলে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়েছে টিউশনসহ অন্যান্য ফি। একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বেড়েছে সব ধরনের শিক্ষা উপকরণের দাম। তাই বছরের শুরুতেই সন্তানের শিক্ষা ব্যয় মেটাতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন অভিভাবকরা। 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হলো, এই বাড়তি টাকার বোঝা শুধু বছরের শুরুতে নয়, সারা বছরই টানতে হবে তাদের।

- হিমশিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা
- কাগজসহ সব শিক্ষা উপকরণের দাম বেড়েছে
- ফি বেড়েছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, শুধু বেসরকারি নয়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও উন্নয়ন ফিসহ নানা খাত দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে। এর ফলে সন্তানের শিক্ষাব্যয় মেটাতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির। আর নিম্নবিত্ত শ্রেণির শিক্ষা গ্রহণ, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ বন্ধের উপক্রম হয়েছে। একই সঙ্গে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা। তবে শিক্ষার এই ব্যয় বৃদ্ধি আঁচড় পড়েনি সমাজের উচ্চবিত্তদের শরীরে।

জানা গেছে, এক বছর আগে ড. ফরাসউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় বেতন ও চাকরি কমিশন যখন নতুন কাঠামোর সুপারিশ অর্থমন্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছিল, তখনই রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের বেতন দ্বিগুণ করার একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। তাতে বলা হয়, নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর হলে শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন দ্বিগুণ করা হবে। এ বছর জানুয়ারি থেকে বেতন ও অন্যান্য খাত দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া অর্থের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ করেছে ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি জায়েজ করতে এখন স্কুলের মেইন গেটে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন হওয়ায় শিক্ষার্থীদের

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৬

শিক্ষার খরচ নিয়ন্ত্রণহীন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বেতনও এ বছরের জানুয়ারি থেকে বাড়ানো হয়েছে। এই চিত্র শুধু একটি স্কুলের নয়, বেসরকারি খাতের সব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একই অবস্থা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সবচেয়ে বেশি বেড়েছে টিউশন ফি। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন নামে নতুন ফি আরোপ করাসহ এককালীন অনুদান বা চাঁদা ও মাসিক বেতন বাড়ানো হয়েছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এগুলো বেড়েছে শতভাগের বেশি। এছাড়া বই, খাতাসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের দামও বেড়েছে। এর মধ্যে শুধু কাগজের দামই বেড়েছে ১৫ শতাংশ। ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের ফলে বেড়েছে বিদেশি বইয়ের দাম। গ্যাস ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় ছাত্রছাত্রীদের পরিবহন ব্যয়সহ অন্যান্য খরচও বেড়েছে।

এ বিষয়ে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, আমাদের সংবিধান অনুসারে শিক্ষা সবার জন্য। কিন্তু কতিপয় স্কুল-কলেজ শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করছে। ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাড়ানোর ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের রায় মানছেন না। তাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব বৈষম্য কমিয়ে শিক্ষার মান সবার জন্য সমান করা। শিক্ষাব্যয় কম হলেই শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে।

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল থেকে নেওয়া তথ্যমতে, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রথম শ্রেণিতে টিউশন ফি বাবদ আদায় করা হচ্ছে ১২ হাজার, খিলগাঁও ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি ফি বাবদ ১৭ হাজার টাকা আদায় করছে এবং প্রতি শ্রেণিতে বেতন বাড়ানো হয়েছে ২০০ টাকা। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে পুনঃভর্তিতে ১ হাজার আর প্রতি শ্রেণিতে বেতন বেড়েছে ২০০ টাকা। দনিয়া একে হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে সব শ্রেণিতে বেতন বেড়েছে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অধীনে পরিচালিত উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি ফি ১ হাজার, ষষ্ঠ শ্রেণিতে সাড়ে ১৪ হাজার টাকা। বিভিন্ন শ্রেণিতে বেতন বেড়েছে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। ঢাবির ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত নীলক্ষেত হাইস্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি ফি ১ হাজার ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে ১২ হাজার টাকা। উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর বাবা বলেন, আমার মেয়ের বেতন ৪০০ টাকা বাড়িয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। একসঙ্গে এত টাকা বেতন বাড়ানোয় আমার মেয়ের পড়ালেখার ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের প্রথম শ্রেণির এক ছাত্রীকে গত বছর প্রতি মাসে বেতন দিতে হয়েছে ১ হাজার ১০০ টাকা। এ বছর তা বাড়িয়ে করা হয়েছে দেড় হাজার টাকা। পরীক্ষার ফি, বিদ্যালয় উন্নয়ন চাঁদা, লাইব্রেরি কার্ডসহ অন্যান্য খাতেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা আদায় করা হচ্ছে। যাতায়াত খরচ, টিউশন ফি, শিক্ষার সব প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে গুনতে হচ্ছে দ্বিগুণ টাকা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যালগুলোতে খরচের পরিমাণ বেড়েছে আরো বেশি। বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে আগে এক সেশনের খরচ ছিল ৩ থেকে ৬ লাখ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৬ থেকে ১২ লাখ টাকা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক সেশনের খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ থেকে ৮ লাখ টাকা। আগে ছিল আড়াই থেকে ৫ লাখ টাকা। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের উত্তর, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, অফিস ভাড়া ও অন্যান্য খরচ বাড়ার কারণেই শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বাড়ানো হয়েছে।

এদিকে স্কুলগুলোর এই অনিয়ন্ত্রিত বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, যারা নিয়ম না মেনে অতিরিক্ত টাকা আদায় করছে, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিভাবকরা বলেন, সরকার শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর পরও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রায় দ্বিগুণ অর্থ আদায় করছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। অথচ শিক্ষার মানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষকরা পাঠদানে আগের চেয়ে মনোযোগী হননি, ক্লাসরুমের চেয়ে কোচিংয়েই মনোযোগ বেশি।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অভিভাবক আবদুর রহিম বলেন, সরকার নতুন বেতন কাঠামোতে শিক্ষকসহ সরকারি ২০ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বাড়িয়েছে। বেসরকারি খাতের শিক্ষকদের বেতনের পুরো অংশই সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছে। তারপরও ছাত্রছাত্রীদের বেতন মাত্রাতিরিক্ত বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের আয় কিংবা বেতন বাড়েনি।

জুনিয়র ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর বাবা কবীরুল ইসলাম বলেন, নতুন পে-স্কেল ঘোষণার অজুহাতে ৫০০ টাকা বেতন বাড়িয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আমি তো ব্যবসায়ী। আমার তো আয় বাড়েনি। গত বছর যেখানে বাচ্চার গাড়িভাড়া ১ হাজার ২০০ টাকা ছিল, এবার তা ২ হাজার টাকা হয়েছে। ওই স্কুলের অভিভাবক সমিতির সভাপতি জিয়াউল কবীর দুলু বলেন, সরকার যে ভর্তি নীতিমালা করেছে তা দ্রুত বাস্তবায়নসহ ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাড়ানোর নীতিমালা করতে হবে। তাহলেই কেউ হঠাৎ করে বেতন বাড়াতে পারবে না।

এদিকে শুধু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যায়গুলোতেও ফি বাড়ানো হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে নানা উন্নয়ন ফির নামে গড়ে ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। যা গত বছরের তুলনায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেশি। প্রাণিবিদ্যা বিভাগে আগে উন্নয়ন ফি নেওয়া হতো ২ হাজার টাকা, এখন নেওয়া হচ্ছে ৬ হাজার টাকা। অর্থনীতি বিভাগে আগে নেওয়া হয়েছে ৫ হাজার টাকা, এখন করা হয়েছে সাড়ে ৭ হাজার টাকা। রসায়ন বিভাগের উন্নয়ন ফি ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮ হাজার টাকা করা হয়েছে। একই অবস্থা অন্যান্য বিভাগেও।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের ভর্তি ফি করা হয়েছে দেড় লাখ টাকা। বিজ্ঞান অনুষদে এবার মেকাট্রনিক্স নামে নতুন একটি বিষয় খোলা হয়েছে। এর উন্নয়ন ফি ধরা হয়েছে ৬ হাজার টাকা। ভর্তি হতে মোট নিচ্ছে ১৪ হাজার টাকা। অভিভাবকরা বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উন্নয়ন ফির নামে এভাবে বাড়তি টাকা নেওয়া হলে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা আর পড়াশোনা করতে পারবে না।

অন্যদিকে হঠাৎ করে শিক্ষা উপকরণের দাম বেড়ে গেছে। ব্যবসায়ীরা ডলারের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে এজন্য দায়ী করছেন। ব্যবসায়ীরা বলেন, দেশের মোট চাহিদার ৮০ শতাংশ শিক্ষা উপকরণই দেশের বাইরে থেকে আমদানি করা হয়। মাত্র ২০ শতাংশ দেশীয়ভাবে জোগান দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে শিক্ষার উপকরণ কলমের ৭০ শতাংশ দেশি, বাকি ৩০ শতাংশ বিদেশি। অন্যদিকে পেনসিল, ইরেজারের ৮০ শতাংশই বিদেশি। তাছাড়া কাগজের মূল্য বৃদ্ধিও বই ও খাতার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত বলেন, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ার কারণে কাগজের দাম প্রায় ১৫ শতাংশ বেড়েছে। ফলে বেড়েছে বইয়ের দাম। একই কারণে অন্যান্য উপকরণের দামও বেড়েছে।

এছাড়া উচ্চতর ও মেডিক্যাল শিক্ষা উপকরণের বেশির ভাগই বিদেশি থেকে আমদানি করতে হয়। গত বাজেটে বিদেশ থেকে বই আমদানির ওপর ৫ শতাংশ কর আরোপ করা হয়েছে। এর ওপর দিতে হয় ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক। এসব কারণ বইয়ের দাম বেড়েছে। মেডিক্যাল শিক্ষার্থীরা ফিজিক্যাল অ্যানাটমির গ্রে বই আগে সাড়ে ৪ হাজার টাকায় কিনতে পারতেন, এখন সেটি বিক্রি হচ্ছে ৬ হাজার টাকায়। এভাবে সব বইয়েরই দাম বেড়েছে। এ বিষয়ে নীলক্ষেতের বই ব্যবসায়ী সুমন বলেন, প্রকাশকরা দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের হাতে তো কিছু নেই। তবে ক্রেতারা এত দাম দেখে কিনতে চান না।

এদিকে বেসরকারি সংস্থা কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) হিসাবে, বিদায়ী বছরে নিত্যপণ্য ও সেবার দাম বাড়ায় জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে ৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এর মধ্যে পণ্য ও সেবার মূল্য বেড়েছে ৪ দশমিক ৮১ শতাংশ। এর মধ্যে শিক্ষা উপকরণও রয়েছে।

সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে, ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিনোদন বাবদ ১৬৮ টাকা ৩১ পয়সা খরচ করে যে সেবা পাওয়া যেত, একই সেবা পেতে গত বছর ডিসেম্বরে খরচ করতে হয়েছে ১৭০ টাকা ৬৩ পয়সা। এক বছরের ব্যবধানে খরচ বেড়েছে ২ টাকা ৩২ পয়সা। শতকরা হিসাবে বেড়েছে ১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। সংশ্লিষ্টরা জানান, বাস্তবের সঙ্গে সরকারি হিসাবের কোনো মিল নেই।